তাবিজাত

প্রথম ভাগ

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শাইখুল মিল্লাতে অদ্দিন,
ইমামুল হুদা, হাদিয়ে জামান, সু- প্রসিদ্ধ পীর, শাহ
সুফী আলহাজ্জ্ব হজরত মাওলানা—

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ
নিবাসী- খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাল্লিগ,
মুবাহিছ, ফকিহ, শাহসুফী আলহাজ্জ্ব হজরত
আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও তদীয় পৌত্র

পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন

কর্ত্তৃক

বশিরহাট "নবনূর প্রেস ও কম্পিউটার" হইতে মুদ্রিত
ও প্রকাশিত।

(ষষ্ঠ দশ মূদ্রণ সন ১৪২২)

মূল্য- ৩০ (ত্রিশ) টাকা মাত্র।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على رسوله
سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين

ফুরফুরার জনাব পীর ছাহেব কেবলা (রহঃ) ও
অন্যান্য পীরগণের পরীক্ষিত

তাবিজাত

প্রথম ভাগ

আমাদের দেশের অনেক লোক সর্প, দংশন, জ্বেন, দৈত্যের উপদ্রপ, কলেরা, বসন্ত, জাদুর, ক্রিয়া, মৃতবৎসা, স্বপ্নদোষ, স্বপ্নে ভয় পাওয়া ইত্যাদি তদ্‌বীর করিতে শেরক ও কাফেরীমূলক মন্ত্রপাঠ বা ঐরূপ মন্ত্র পাঠকারীদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাতে ইহাদের ঈমান নষ্ট হইয়া যায়। এই জন্য এই তাবিজের কেতাব কয়েকখণ্ডে প্রকাশ করা হইল। ফুরফুরার জনাব হজরত শায়খোল মিল্লাতে -অদ্দীন এমামোল- হোদা, হাদিয়ে জামান জনাব পীর ছাহেব কেবলা, হজরত মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ ছাহেব, হজরত মাওলানা শাহ আব্দুল আজিজ ছাহেব, এমাম জালালুদ্দিন ছিউতি, হজরত শাহ আবদুর রহিম ছাহেব দেহলবী প্রভৃতি বড় বড় পীর বোজর্গের পরীক্ষিত তাবিজগুলি এই কেতাবের কয়েক খণ্ডে লিখিত হইল।

হজরত বলিয়াছেন—

من حلف بغير الله فقد اشرك

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতিত অন্যের দোহাই দিবে, সত্যই সে ব্যক্তি শের্‌ক করিল।"

আরও তিনি বলিয়াছেন—"তোমরা তোমাদের পিতৃমাতৃগণের এবং প্রতিমাদিগের(দেবতাগণের) হলফ করিও না।" মেশকাত ২৯৬ পৃষ্ঠা।

হজরত আওফ (রাঃ) বলিয়াছেন, আমরা জাহিলিয়াতের জামানায় মন্ত্র পাঠ করিতাম, এই জন্য (হজরতকে) বলিলাম, ইয়া রাছুলুল্লাহ, আপনি এ সম্বন্ধে কি বিবেচনা করেন? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, তোমরা আমার নিকট তোমাদের মন্ত্রগুলি পেশ কর, যদি উহাতে শের্‌ক না থাকে তবে কোন দোষ হইবে না।

মেশকাত ৩৮৮ পৃষ্ঠা।

১। বিপদ আপদ হইতে নিরাপদে থাকিবার তদ্‌বীর

১। যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত দোয়াটি ফজর ও মগরেবের ওয়াক্তে তিন তিনবার পড়িবে আল্লাহ তাহাকে প্রত্যেক বিপদ হইতে নিরাপদে রাখিবেন।

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ اَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ☆ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ ☆ مَا شَاءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَاءَ لَمْ يَكُنْ ☆ اَشْهَدُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ☆ وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا وَّ اَحْصٰى كُلَّ شَىْءٍ عَدَدًا ☆ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِىْ وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَآبَّةٍ اَنْتَ اٰخِذٌبِنَا صِيَتِهَا ج اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ حَفِيْظٌ ☆ اِنَّ وَلِيِّىَ اللّٰهُ الَّذِىْ نَزَّلَ الْكِتَابَ وَ هُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ ☆ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ☆

"বিছমিল্লাহে আল্লাহোম্মা আন্তা রাব্বি লা-এলাহা ইল্লা আন্তা

আলায়কাতাওয়ক্কালতো অ-আন্ত রাব্বোল আরশিল আজিম ط। অলা- হাওলা অলাকুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহেল আ'লিয়েল আজিম ط। মাশায়াল্লাহ কানা অমালাম ইশায়া লাম ইয়াকুন। আশহাদো আন্নাল্লাহা আ'লা কুল্লে শাইয়েন কাদির, অ-আন্নাল্লাহা কাদ আহাতা বেকুল্লে শাইয়েন এলমাও অ-আহছা কুল্লা শাইয়েন আদাদা। আল্লাহোম্মা ইন্নি আউজোবেকা মেন শার্রে নাফছি অ-মেন শার্রে কুল্লে দাব্বাতেন আন্তা আখেজোম বেনাছিয়াতেহা ইন্না রাব্বি আ'লা ছেরাতেম মোস্তাকিমে, ও অ-আন্তা আ'লা কুল্লে শাইয়েন হাফিজ ط। ইন্না অলিয়ইয়াল্লোহোল্লাজি নাজ্জালাল কেতাবা অহুয়া ইয়া তাওয়াল্লাছ ছালেহিন। ফাএন তাওয়াল্লাও ফাকোল হাছবিয়াল্লাহো লা এলাহা ইল্লাহু, আলায়হে তাওয়াক্কালতো অহুয়া রাব্বোল আরশেল আজিম ط।

২। জ্বেন দৈত্যের উপদ্রব হইতে নিরাপদে থাকিবার তদ্‌বীর

নিমোক্ত দোওয়া ফজর ও মগরেবে তিন তিনবার পড়িবে।

اَعُوْذُ بِوَجْهِ اللّٰهِ الْكَرِيْمِ وَ بِكَلِمَاتِهِ التَّامَّةِ الَّتِىْ لَا يُجَاوِزُ هُنَّ بَرٌّوَّلَا فَاجِرٌ مِّنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَ مِنْ شَرِّمَا يَعْرُجُ فِيْهَاوَ مِنْ شَرِّمَا نَزَلَ اِلَى الْاَرْضِ وَمِنْ شَرِّمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَ مِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ مِنْ شَرِّطَوَارِقِ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ اِلَّا طَارِقًا يَّطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمٰنُ ☆

"আউজো বে-অজহেল্লাহেল কারিমে অ-বেকালেমাতে হেত্তাম্মাতোল্লাতি লা- ইয়োজাবেজো হোন্না বার্রেও অলা ফাজেরোম মেন শার্রে মায়ানজেলো মিনাছ ছামায়ে, অমেন শার্রে মা ইয়া'রোজো ফিহা অ-মেন শার্রে মা নাজালা এলাল আরদে অমেন শার্রে মাইয়াখরোজো মেনহা অ-মেন শার্রে ফেতানেল্লাইলে আন্নাহারে অ-মেন শার্রে তাওয়ারেকেল্লাইলে অন্নাহারে ইল্লা তারেকা ইয়াৎরোকা বেখায়রেন ইয়া রাহমানো।

হজরত নবী (ছাঃ) যে সময় মে'রাজে গমণ করিতেছিলেন, সেই সময় একটি দৈত্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সহ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইতেছিল। ইহাতে হজরত জিব্রাইল (আঃ) তাঁহাকে উক্ত দোওয়া শিক্ষা দেন, উহা পাঠ করা মাত্র সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্ব্বাপিতা হইয়া যায় এবং দৈত্যটি অধোমস্তকে ভূপতিত হইয়া যায়।

৩। প্রত্যেক বালা হইতে রক্ষা পাওয়ার তদ্‌বীর

(١) بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ☆

১। "বিছমিল্লাহেল্লাজি লাইয়াদোর্রো মায়'ছমেহি শাইয়োন ফিল আরদে ض অলাফেছ্ ছামায়ে অহুঅছ ছামিয়োল অলিম।"

রাব্বি ওছমান (রাঃ) বলিয়াছেন- আমি হজরতের নিকট শুনিয়াছি' যে ব্যক্তি তিনবার ফজরে এই দোওয়া পড়িবে, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বালা হইতে নিরাপদে থাকিবে, আর মগরেবে তিনবার পড়িলে ফজর অবধি নিরাপদে থাকিবে। ওছমানের পুত্র আবান নিয়মিতরূপে এই দোওয়া পড়িতেন, কিন্তু তাঁহার পক্ষাঘাত রোগ হইয়া যায়। একজন লোক ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, এক দিবস আমি ইহা পড়ি নাই, সেই দিবস এই পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলাম।

(٢) يَا حَافِظُ يَا حَفِيْظُ يَا نَاصِرُ يَا نَصِيْرُ يَا رَقِيْبُ يَا وَكِيْلُ يَا اَللّٰهُ صَبْرَصًا اَبْرَصًا سَعْرَصًا حِصَارٌ حَتَّى السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَّ هُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْاَمَانَ وَ اَنَا الْخَائِفُ فَمَنْ يَّدْعُ الْخَائِفُ اِلَّا الْاَمَانَ اَللّٰهُ الشَّافِىْ اَللّٰهُ الْكَافِىْ ☆

২। "ইয়া হাফেজো, ইয়া হাফিজো, ইয়া নাছেরো, ইয়া নাছিরো, ইয়া রাকিবো, ইয়া অকিলো, ইয়া আল্লাহ, ছাবরাছান আবরাছান, ছা'রাছান, হেছারোন হাত্তাছ ছামায়ে অল আরদে ض ফাল্লাহো খায়রোন হফেজা'ও অহুওয়া আরহামোর

রাহেমিন আল্লাহুম্মা আন্তাল আমানো, অ-আনাল খায়েফো ফামাই ইয়াদেয়োল খাএফো ইল্লাল আমানা, আল্লাহোশ শাফী, আল্লাহোল কাফী।''

ফজর ও মগরেবে তিনবার পড়িয়া শরীরে ফুক দিবে।

(٣) سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ الرَّحِيْمِ ☆ سَلَامٌ عَلٰى نُوْحٍ فِي الْعٰلَمِيْنَ ☆ سَلَامٌ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ ☆ سَلَامٌ عَلٰى مُوْسٰي وَهَارُوْنَ ☆ سَلَامٌ عَلٰي اِلْيَاسِيْنَ ☆ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خَالِدِيْنَ ☆ سَلَامٌ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ☆ كٓهٰيٰعٓصٓ حٰمٓ عٓسٓقٓ

৩। "ছালামোন কাওলাম মেররাব্বের রাহিম। ছালামোন আ'লা নুহেন ফেল আলা'মিন, ছালামোন আ'লা এবরাহিম ছালামোন আ'লা মুছা অ-হারুণ ছালামোন আ'লা এলইয়াছিন। ছালামোন আলায়কুম তেবতোম ফাদখুলুহা খালেদিন। ছালামোন হিয়া হাত্তা মাৎলায়েল ফাজরে। কাফ, হা, ইয়া আএন, ছাদ, হা, মিম, আএন, ছিন, কাফ।

উপরোক্ত দোওয়া ফজর মগরেবে তিন তিনবার পড়িয়া দুই হাতের তালুতে ফুক দিয়া সমস্ত শরীর মাছাহ করিলে,জ্বেন, ভূত, ব্যাঘ্র, ভাল্লুক ইত্যাদি যাবতীয় ক্ষতিকর বিষয়ের আক্রমণ ও আছমানি বিপদ আপদ হইতে নিরাপদে থাকিবে।

৪। কুকুরের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়ার তদ্‌বীর

(١) كَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ

১। "কালবোহোম বাছতোন জেরায়'হে বেন অছিদ।"

(٢) اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا وَّ اَكِيْدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ☆

২। ইন্নাহুম ইয়াকিদুনা কায়দাও অ-আকিদো কায়দা, ফামাহ্‌হেলেল কাফেরিনা আমহেলহুম রোওয়ায়দা।”

উপরোক্ত দুইটি দোওয়ার কোন একটি তিনবার পড়িয়া কুকুরের দিকে ফুক দিবে।

৫। ব্যাঘ্র, ভল্লুক, সর্প ও বৃশ্চিক হইতে রক্ষা পাওয়ার তদ্‌বীর

☆ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

“আউজো বেকালেমাতিল্লাহেত্তাম্মাতে কুল্লেহা মিন শাররে মা খালাকা। ফজর ও মগরেবে তিন তিনবার পড়িবে। জনাব নবী করিম (ছাঃ) বিদেশ ভ্রমণ কালে প্রত্যেক মঞ্জেলে নামিয়া উহা পড়িতেন। যতক্ষণ মঞ্জেল ত্যাগ করা না হইবে, ততক্ষণ কোন হিংস্র জন্তু উহা পাঠকারীর ক্ষতি করিতে পারিবে না। বৃশ্চিক দংশন করিলে, কয়েকবার উহা পড়িয়া ফুক দিলে উহার বিষ নষ্ট হইয়া যাইবে।

৬। সর্প দংশন হইতে রক্ষা পাওয়ার তদ্‌বীর

☆ سَلَامٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْنَ

“ছালামোন আলা নূহেন ফেল আ'লামিন।”

কেহ ফজর ও মগরেবে তিনবার পড়িলে, তাহাকে সর্প দংশন করিবে না।

৭। ব্যাঘ্র, ভল্লুক, ও জাদু হইতে রক্ষা পাওয়ার তদ্‌বীর

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّآمَّةِ الَّتِىْ لَا يُجَاوِذُ هُنَّ بَرٌّ وَّ لَا فَاجِرٌ

وَاَعُوْذُ بِوَجْهِ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ الْجَلِيْلِ الَّذِىْ لَا يُحْتَقَرُ جَارُهٗ الَّذِىْ

يَمْسِكُ السَّمَآءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ مِنْ شَرِّ التَّآمَّةِ وَ

الْهَآمَّةِ مِنْ شَرِّ مَا ذَرَاَ فِى الْاَرْضِ مِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ

"আউজো বেকালেমাতিল্লাহেত্তাম্মাতিল্লাতি লাইয়োজাবেজোহোন্না বাররোঁও অলা ফাজেরোন' অ-আউজো বে- অজাহিল্লাহেল আজিমেল জালিলেল্লাহি লা ইয়োহ তাকারো জারুহ আল্লাজি ইয়ামছেকোছ ছামায়া আন তাকায়া আলাল আরদে ض ইল্লা বে-এজনেহি মেন শাররেত্তাম্মাতে অল হাম্মাতে, মেন শাররে মাছায়ারা ফিল অরদে মেন শাররে মা- ইয়াখরোজো মেনহা মেন শাররে মাইয়ানজেলো মেনাছ ছামায়ে অমা-ইয়া'রে'জো ফিহা মিন শাররে মা'জারায়া' অমেন শাররে কুল্লে দাব্বাতিম আন্তা আখেজোম বেনাছিয়াতেহা, ইন্না রাব্বি আলা ছেরাতিম মোস্তাকিম।

ফজর ও মগরেবে তিন তিনবার পড়িবে, আর উহা তাবিজ করিয়া লিখিয়া দিলেও জাদু ও হিংস্র জন্তুর উপদ্রব হইতে নিরাপদে থাকিবে।

৮। চোর দস্যুর উপদ্রব হইতে রক্ষা পাওয়ার তদ্‌বীর

عَقَدْتُ لِسَانَ الْحَيَّةِ وَ الْعَقْرَبِ وَ يَدَا السَّا رِقِ بِحُرْمَةِ اَشْهَدُ اَنَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه' وَ رَسُوْلُه' ☆

"আকাত্তো লেছানাল হাইয়াতে আল আকরাবে, অইয়াদাছছারেকে বেহোরমাতে আশহাদো আল্লা এলাহা ইল্লাল্লাহো অ-আন্না মোহাম্মাদান আবদুহু অরাছুলোহু।

উক্ত দোওয়া ফজর ও মগরেবে তিন তিনবার পড়িবে।

৯। কলেরা বসন্ত ইত্যাদি সংক্রামক পীড়া দেখিয়া পড়িবার দোওয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ وَ فَضَّلَنِىْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ بِهٖ تَفْضِيْلًا ☆

"আলহামদো লিল্লাহিল্লাজি আ'ফানি মেম্মাব-তালাকা বিহি অফাদ্দালানি আলা কাছিরোন মেম্মান খালাকা বিহি তাফদিলা ض ।

যে ব্যক্তি কলেরা, বসন্ত, ইত্যাদি আক্রান্ত কোন লোককে দেখিয়া উপরোক্ত দোওয়া পড়িবে, আল্লাহতায়ালা তাহাকে উক্ত পীড়া হইতে বাঁচাইয়া রাখিবেন।

১০। ভয়াবহ স্বপ্ন হইতে রক্ষা পাওয়ার উপায়

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهٖ وَ عِقَابِهٖ وَشَرِّ عِبَادِهٖ وَ مِنْ هَمَزَاةِ الشَّيَاطِيْنِ وَ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ ☆

১। "আউজো বেকালেমাতেল্লাহেত্তাম্মাতে মেন গাদাবিহি, অ-একাবেহি, অশাররে এবাদেহি অ মেন হামাজাতেশ শায়াতিনে, অ আই ইয়াহ দোরুন ض ।

শয়নকালে উহা তিনবার পড়িবে, আর যে পড়িতে না পারে, উক্ত দোওয়া লিখিয়া তাবিজ করিয়া তাহার গলায় বাঁধিয়া দিবে।

২। বিছানায় শুইয়া আয়তুল কুরছি, ছুরা ফাতেহা ছুরা এখলাছ, ছুরা নাছ ও ছুরা ফালাক প্রত্যেকটি তিন তিনবার পড়িয়া দুই হস্তে ফুক দিয়া সমস্ত শরীরে মাছাহ করিবে।

উপরোক্ত দোওয়া কাগজে লিখিয়া তাবিজ করিয়া বালকদের গলায় বাঁধিবে।

১১। বালকদিগের জ্বেন, ভুত বদনজর হইতে রক্ষা পাইবার উপায়

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَ هَامَّةٍ وَعَيْنٍ لَّامَّةٍ تَحَصَّنْتُ بِحِصْنِ اَلْفٍ اَلْفٍ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ☆

১২। অগ্নিদাহ চুরি ও নদীতে ডুবিয়া যাওয়া হইতে রক্ষা পাওয়ার উপায়

উপরোক্ত দোওয়া কাগজে লিখিয়া তাবিজ করিয়া বালকদের গলায় বাঁধিয়া দিবে।

اِلٰهِىْ بِحُرْمَةِ يَمْلِيْخَا مَكْسَلْمِيْنَا كَشْفُوْطَطْ اَذَرْ فَطْيُوْنُسْ كَشَا فَطْيُوْنُسْ تَبْيُوْنُسْ يُوَانِسْ بُوْسْ كَلْبُهُمْ قِطْمِيْرٌ وَّ عَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَ مِنْهَا جَائِرٌ ☆

এই তাবিজ লিখিয়া ঘরে ও নৌকায় রাখিলে, উপরোক্ত বিপদগুলি হইতে রক্ষা পাইবে। ইহাতে আছহাবে-কাহাফের নামগুলি লিখিত হইয়াছে।

১৩। নৌকা, রেল, মোটক ইত্যাদির উপর আরোহণ কালের দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَ مُرْسٰهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ☆

"বিছমিল্লাহে মাজরেহা অ-মুরছাহা ইয়া রাব্বি লাগাফুরোর রহিম।"

এই দোওয়া পড়িয়া আরোহণ করিলে নিরাপদে থাকিবে। হজরত নূহ (আঃ) জাহাজে উক্ত দোওয়া পড়িয়া তুফান হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন।

১৪। রুজিতে বরকত হওয়ার তদ্‌বীর

(١) اَللّٰهُ لَطِيْفٌ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ وَ هُوَ الْقَوِىُّ الْعَزِيْزُ ☆

১। আল্লাহো লাতিফোন বে-এবাদেহি ইয়ারজোকো মাইয়াশায়ো অহুওয়াল কাবিওল আজিজ।

দৈনিক হাজার বার পড়িবে, অভাব পক্ষে ১০১ বার করিয়া পড়িবে।

(٢) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ وَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمَاتِ ☆

২। আল্লাহোম্মা ছাল্লে আলা ছাইয়েদেনা মোহাম্মাদেন আবদেকা অ-রাছুলেকা অ-আলাল মো' মেনিনা, অল মো'মেনাতে অ-আলাল মোছলেমিনা অল-মোছলেমাতে।

এই দরূদটি খুব বেশি পরিমাণ পড়িলে রুজিতে বরকত হয়।

(৩) প্রত্যেক দিবস ১১ শতবার "ইয়া মুগনি" ও দৈনিক ১১ বার ছুরা মোজাম্মেল পড়িলে রুজিতে বরকত হয়।

১৫। কর্জ্জ আদায়ের দোওয়া

(١) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَ الْحُزْنِ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنَ

الْعَجْزِ وَ الْكَسْلِ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَ الْبُخْلِ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَ قَهْرِ الرِّجَالِ ☆

১। আল্লাহোম্মা ইন্নি আউজো বেকা মেনাল হাম্মে অল-হোজনে অ-আউজো বেকা মেনাল আজজে অল-কাছলে অ-আউজো বেকা মেনাল জোবনে অল-বোখলে, অ-আউজো বেকা মেন গালাবা-তেদ্দিয়নে অ-কাহরের রেজাল।

উপরোক্ত দোওয়া দৈনিক অধিক পরিমাণ পাঠ করিবে, খোদাতায়ালার মর্জ্জিতে কর্জ্জ আদায় হইয়া যাইবে।

(٢) اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَ اَغْنِنِى بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ ☆

২। "আল্লাহোম্মা আকফেনি বেহালালেকা আন হারামেকা অ-আগনেনি বেফাদলেকা ض আম্মান ছেওয়াকা।"

এই দোয়া বেশী পরীক্ষা অধিক দিবস নিয়মিত রূপ পঠন করিবেন, সম্পূর্ণ পরিশোধ হইয়া যাইবে।

১৬। দোকানে বেশি বস্তু বিক্রয় হওয়ার তদ্‌বীর

ان الله اشتري من المؤمنين انفسهم و اموا لهم بان لهم الجنة۔ يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون و يقتلون۔ وعدا عليه حقا فى التورة و الا نجيل و القران ۔ ومن اوفى بعهده من الله فا ستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به۔ و ذالك هو الفوز العظيم ☆

এই দোওয়া লিখিয়া দোকানে রাখিয়া দিবে।

১৭। যে স্ত্রীলোকের সন্তান পেটে নষ্ট হইয়া যায় তাহার তদ্‌বীর

১। নিমোক্ত তাবিজ লিখিয়া তাহার ডাহিন হাতে বাঁধিয়া দিবে

بسم اللّٰہ الرحمن الرحیم

غفور رحیم	ان اللّٰه	استغفر الله
انه استمع	الى	قل اوحى
لا يحب اللّٰه الجهر	من الجن	نفر

২। নিম্নোক্ত তাবিজ গলায় বাঁধিয়া দিবে -

اعوذ بكلمات اللّٰه التامة من شر كل شيطان و هامة و عين لامة تحصنت بحصن الف الف لا حول و لا قوة الا با للّٰه العلى العظيم☆

৩। নিম্নোক্ত তাবিজ কোমরে বাঁধিয়া দিবে -

هو الذى انزل من السماء ماء لكم منه شراب و منه شجر فيه تسيمون☆

৪। নিম্নোক্ত তাবিজ বক্ষস্থলের উপর রাখিবে। -

لا اله الا اللّٰه خالصامخلصا - لا اله الا اللّٰه صادقا مصدقا - لا اله الا اللّٰه حقاحقا - لا اله الا اللّٰه ابدا ابدا لا اله الا اللّٰه محمد

وسول الله و صلى الله على خير خلقه محمد و اله اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين ☆

৫। উক্ত স্ত্রীলোকের পা হইতে মস্তকের কেশ উৎপত্তি স্থল পরিমাণ লম্বা কয়েক তার কুসুম রংএর সুতা লইবে এবং ছুরা কাফেরুন ও নিমোক্ত আয়াতটি এক একবার পড়িয়া উহাতে ফুক দিয়া ৯টি গিরা দিবে, এইরূপ ৯বার পড়িয়া ৯টি গিরা দিয়া উক্ত সুতাটি সন্তান প্রসবকাল অবধি কোমরে বাঁধিয়া রাখিবে, সন্তান হইলে খুলিয়া ফেলিবে।

আয়াতটি এই, -

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِىْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ - اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ ☆

"অছবের অ-মাছাবরোকা ইল্লাবিল্লাহে, অলা-তাহজান আলায়হেম অলা তাকো ফি দায়কেম মিম্মা ইয়ামকুরুনা, ইন্নাল্লাহা মায়াল্লাজিনাত্তাকাও অল্লাজিনাহুম মোহছেনুনা।

৬। উপরোক্ত পরিমাণ লম্বা নীল সুতা লইয়া ছুরা রহমান পড়িয়া প্রত্যেক বার-

فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ☆

"ফাবে আইয়ে আলায়ে রাব্বেকুমা তুকাজ্জেবান" পাঠ করিয়া উহাতে ফুক দিয়া একটি গিরা দিবে। তৎপরে সমস্ত ছুরা পড়িয়া একটি গিরা দিয়া ফুক দিবে। এবং উক্ত সুতাটি তাহার কোমরে সন্তান প্রসব অবধি বাঁধিয়া রাখিবে।

১৮। যে স্ত্রীলোকের সন্তান কিছু দিবস জীবিত থাকিয়া মরিয়া যায় তাহার সন্তান বাঁচিয়া থাকার তদ্‌বীর

১। সোমবারে দ্বি-প্রহরের সময় ৪০ বার ছুরা অশ্‌শামছে' পাঠ করিয়া কয়েক সের জোয়ান ও গোলমরিচের উপর ফুক দিবে প্রত্যেকবার উক্ত ছুরা পাঠ করার প্রথমে ও শেষে দরুদ শরীফ পড়িয়া ফুক দিবে। উক্ত স্ত্রালোকটি গর্ভ সঞ্চয়ের সময় হইতে সন্তানের দুধ পান পরিত্যাগ না করা পর্য্যন্ত প্রত্যেক দিবস কিছু কিছু উক্ত জোয়ান ও গোলমরিচ খাইতে থাকিবে, ইহাতে খোদার ফজলে তাহার সন্তান জীবিত থাকিবে।

২। নিম্নোক্ত দোওয়াটি লিখিয়া তাবিজ করিয়া স্ত্রীলোকটির গলায় বাঁধিয়া দিবে।

والسمآء وا لطارق ۷ و مآ ادرٰک ما الطارق ۷ النجم الثاقب ۷

ان کل نفس لما علیها حافظ ط فلینظر الا نسان مم خلق ط خلق

من ماء دافق ۷ فا لله خیر حافظا و هو ارحم الرحمین ☆

আর যদি স্ত্রীলোকটির কোন জ্বেন দৈত্যের আছর থাকে, তবে এই তদ্‌বীরসহ ইতিপূর্ব্বের লিখিত ৫নম্বর তাবিজ তাহাকে ব্যবহার করিতে দিবে এবং তৈল পানি পড়িয়াও তাহাকে ব্যবহার করিতে দিবে।

১৯। যে স্ত্রীলোকের কেবল কন্যা হয় পুত্র জন্মগ্রহণ করে না তাহার তদ্‌বীর

১। তাহার গর্ভ তিন মাস অতীত না হওয়ার পূর্বে হরিণের পাতলা চামড়ার উপর নিম্নোক্ত কয়েকটি দোওয়া গোলাপ ও জা'ফরাণ দ্বারা লিখিত তাবিজ করিয়া গলায় বা হস্তে ধারণ করিতে দিবে।

الله يعلم ما تحمل كل انثى و ما تغيض الارحام و ما تزداد ط

و كل شيء عنده بمقدار- عالم الغيب و الشهادة الكبير المتعال ☆

يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى صالحا طويل العمر بحق

محمد واله ☆

২। স্ত্রীলোকের পেটে ৭০ বার অঙ্গুলি দ্বারা নিম্নোক্ত প্রকার গোলাকার বৃত্ত (দাএরা) টানিবে, দায়রা টানা কালে প্রত্যেক বারে يامتين ইয়া মাতিনো' পড়িবে ইহাতে পুত্র সন্তান জন্মিবে।

গোলাকার বৃত্তটি এই

২০। বন্ধ্যা (বাঁজা) স্ত্রীলোকের সন্তান হওয়ার তদ্‌বীর

১। নিম্নোক্ত আয়াতটি হরিণের পাতলা চামড়ায় গোলাপ জাফরাণ দ্বারা লিখিয়া তাঁহার গলায় বাঁধিবে।

و لو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم

به الموتى ط بل لله الامر جميعا ط

২। ৪০ টি লবঙ্গ প্রত্যেকটির উপর সাত সাত বার নিমোক্ত আয়াত পড়িয়া ফুক দিবে। স্ত্রীলোকটির হায়েজ বন্ধ হওয়ার পর হইতে রাত্রিতে শয়নের সময়ে উহার এক একটি খাইবে, কিন্তু লবঙ্গ খাওয়ার পরে পানি পান করিবে না। এইরূপ ৪০ রাত্রি খাইবে এবং উক্ত রাত্রিসমূহে স্বামী সঙ্গম করিবে।

اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِىْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشٰهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ط ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ط اِذَآ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰهَا ط وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ ع

আওকাজোলোমাতেন ফি বাহারেললুজ্জিয়্যিঁই ইয়াগশাহো মাওজোম মেন ফাওকিহি মাওজোম মেন ফাওকিহি ছাহাব, জোলোমাতোম বা'দোহা ض ফাওকা বা'দ ض ইজা আখরাজা ইয়াদাহু লাম ইয়াকাদ ইয়ারাহা অমাল্লাম ইয়াজয়া লেল্লাহো লাহু নুরান ফামালাহু মেন নূর।

যদি উক্ত স্ত্রীলোকের উপর জ্বেন ভূতের আছর থাকে, তবে এই তদ্‌বীরের পূর্ব্বে উক্ত বিষয়ের তদ্‌বীর করিয়া লইবে, আর যদি বাধকের রোগের জন্য তাহার সন্তান না হয়, তবে নিমোক্ত তদ্‌বীর করিবে, পরে ২০ নম্বর তদ্‌বীর করিবে।

(১) ছাতিমের ছাল আধ ভরি। (২) জোয়ান চারি আনা ওজন। (৩) কর্পূর তিন আনা ওজন ।(৪) জৈত্রী তিন আনা ওজন। (৫) তিনটি জবা ফুল। এই ৫টি বস্তু চূর্ণ করতঃ একত্রিত করিয়া ৯ভাগে বিভক্ত ও ৯টি বটীকা করিবে। হায়েজে হওয়া কালে কিম্বা হায়েজ পেট বেদনা আরম্ভ হইলে, এক একটি বটিকা কাঁচা দুগ্ধের সহিত সেবন করিবে, ঔষধ সেবনের পর ১ তোলা মাখন খাইবে, এইরূপ ৯ দিবস করিবে। এক মাসে পূর্ণ আরোগ্য না হইলে ২/৩ মাস ব্যবহার করিবে ।

২১। নারীগণের প্রসবকালে কষ্ট দূর করার উপায়

১। নিম্নোক্ত দোওয়াটি কাগজে লিখিয়া পাক কাপড়ে জড়াইয়া তাহার বাম জানুতে বাঁধিয়া দিবে তৎক্ষণাৎ সন্তান প্রসব হইয়া গেলে উহা খুলিয়া পানিতে ফেলিয়া দিবে।

اَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَ تَخَلَّتْ لا وَ اَذِنَتْ لِرَبِّهَاوَحُقَّتْ ط اَهْيًا اَشْرَاهِيًا ☆

২। নিম্নোক্ত কথাগুলি লিখিয়া ঐরূপ ডাহিন জানুতে বাঁধিয়া দিবে

من جا يافتم وخر من جا يافت☆ تو خواهى بزاي و تو خواهي مزاى ☆

৩। দোওয়া গঞ্জল আরস পড়িয়া পানি ও তৈলে ফুক দিয়া পানি পান করাইবে ও তৈল পেটে মালিশ করিবে।

২২। ব্যাঘ্র ভল্লুক বন্ধ করার তদ্‌বীর

১। নিম্নোক্ত দোওয়া কয়েকবার পড়িতে পড়িতে একখানা ছড়ি দিয়া নিজের চারিদিকে রেখা টানিয়া দিবে, সেই রেখার মধ্যে ব্যাঘ্র ভল্লুক ইত্যাদি কোন হিংস্র জন্তু প্রবেশ করিতে পারিবে না।

اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا ۙ وَّ اَكِيْدُ كَيْدًا ۚ فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ۚ

"ইন্নাহুম ইয়াকিদুনা কায়দাও অ-আকিদো কয়েদা, ফামাহ হিলেল কাফিরিনা আম হিলহোম রোওয়ায়দ।"

২। ব্যাঘ্র ভল্লুক আসিতে দেখিলে, নিমোক্ত আয়াত পাঠ করিবে, ইহাতে উহাদের চক্ষু বন্ধ হইয়া যাইবে।

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ؕ

"অ-তারাল জেবালো তাহছাবোহা জামেদাতাঁও অহিয়া তামোরো মাররাছ ছাহাব।"

২৩। প্লীহার তদ্‌বীর

১। নিম্নোক্ত আয়াত পড়িয়া একখানা ছুরির উপর ফুক দিয়া একটি বড় লেবুর এক দিকে কাটিবে, এইরূপ সাতবার পড়িয়া সাত দিকে কাটিবে, লেবু, কাটিবার সময় মনে মনে বলিবে, অমুকের প্লীহা কাটিতেছি। রোগীর নাম উল্লেখ করিতে হইবে। তৎপরে লেবুটি উনানের উপর টাঙ্গাইয়া রাখিবে, যতই লেবুটি শুষ্ক হইয়া যাইবে, ততই খোদার ফজলে প্লীহা কমিয়া যাইবে।

আয়াতটি এই—

قَالَتْ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا اِنِّيْۤ اُلْقِيَ اِلَيَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ ☆ اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ اَلَّا تَعْلُوْا عَلَيَّ وَاْتُوْنِيْ

مُسْلِمِيْنَ ع قَالَتْ يَا اَيُّهَا الْمَلَؤُا اَفْتُوْنِىْ فِىْٓ اَمْرِىْ ج مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا حَتّٰى تَشْهَدُوْنِ ☆

"কালাৎ ইয়া আইয়োহাল মালায়ো ইন্নি ওলকিয়া এলাইইয়া কেতাবোন কারিম। ইন্নাহু মিন ছোলায়মানা অইন্নাহু বিছমিল্লাহের রাহমানের রহিম, আল্লা তা'লু অলাইইয়া-অতুনী মুছলেমিন। কালাৎ ইয়া-আইয়োলহাল মালায়ো আফতুনী ফী আমরী, কুন্তো কা'তেয়া'তান আমরান হাত্তা তাশহাদুন।"

২। মৃত্তিকা নিম্নোক্ত প্রকার নক্‌শা করিয়া নিম্নলিখিত আয়ত পড়িয়া ছুরির উপর ফুক দিয়া অমুকের প্লীহা কাটিতেছি নিয়ত করিয়া ছুরির দ্বারা মৃত্তিকা কাটীবে, প্রথমে সাতবার পড়িয়া প্রত্যেক বারে সোজা লাইনে কাটিবে, মধ্যম সাতবারে প্রত্যেক বারে বাঁকা লাইনে কাটিবে। শেষ সাতবারেও ঐরূপ বাঁকা লাইনে কাটীবে। অমুকের স্থলে রোগীর নাম লইবে। আল্লাহ তায়ালার ফজলে প্লীহা দমন হইয়া যাইবে।

নক্‌শাটি এই —
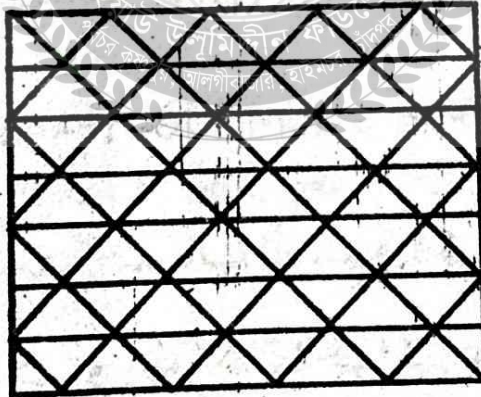
আয়াতটি এই —

وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيْهَا ط وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ☆

"অইজ কাতালতোম নাফছান, ফাদ্দারাতোম ফিহা, অল্লাহো মুখরেজোম মাকুন্তুম তাকতুমুন।

৩। নিম্নোক্ত তাবিজটি প্লীহার উপর বাঁধিয়া রাখিবে —

ان اللّٰه يمسك السمٰوٰت و الا رض ان تزولا ج ولئن زالتا

ان امسكهما من احد من بعده ط انه كان حليما غفورا☆

২৪। স্মরণশক্তি ও মেধাবীশক্তি বেশী হইবার তদ্‌বীর

১। নিম্নোক্ত দোওয়া ফজর ও মগরেবে ১১ বার পড়িবে।

اَلرَّحْمٰنُ ، عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ، خَلَقَ الْاِ نْسَانَ ، عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ☆

"আর্‌রহমানো আল্লামাল কোরআনা খালাকাল ইনছানা আল্লামাহোল বায়ান।

২। নিম্নোক্ত দোওয়া ১১ বার ফজর ও মগরেবে পড়িবে—

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ج خَلَقَ الْاِ نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ج اِقْرَاْ

وَ رَبُّكَ الْاَ كْرَمُ ، الَّذِىْ عَلَّمَ بِا لْقَلَمِ ، عَلَّمَ الْاِ نْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ط

'একরাঃ বেছমে রাব্বিকাল লাজি খালাক। খালাকাল ইন-ছানা মিন আ'লাক। একরাঃ অরাব্বোকাল আকরামূল লাজি আল্লামা বিল-কালাম, আল্লামাল ইনছানা মা-লাম ইয়া'লাম।"

৩। নিম্নোক্ত দোওয়া ফজর ও মগরেবে তিন তিনবার পড়িবে—

اَللّٰهُمَّ اَخْرِجْنَا مِنْ ظُلُمَاتِ الْوَهْمِ وَ اَكْرِمْنَا بِنُوْرِ الْفَهْمِ وَ افْتَحْ

عَلَيْنَا اَبْوَا بَ فَضْلِكَ وَ يَسِّرْ عَلَيْنَا خَزَا ئِنَ عِلْمِكَ سُبْحٰنَكَ لَا

عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ☆

"আল্লাহুম্মা আখরেজনা মেন জোলোমাতেল অহমে, অ-আকরেমনা বেনুরেল ফাহেম অফতাহ আলায়না আবওয়াবা ফাদলেকা অইয়াছছের আ'লায়না খাজায়েনা এ'লমেকা, ছোব হানাকা লা এ'লমা লানা ইল্লা মা আ'ল্লামতানা ইন্নাকা আন্তাল আ'লিমোল হাকিম।"

৪। নিম্নোক্ত দোওয়া ফজর ও মগরেবে তিন তিনবার পড়িবে —

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا فَهْمَ النَّبِيِّنَ وَ حِفْظَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ اِلْهَامَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ☆

"আল্লাহুম্মার জোকনা ফাহমান নাবিয়্যিনা, অহেফজাল মোরছালিনা, অ ইলহামাল মালায়েকাতেল নোকার্‌রাবিন অজ্‌য়া'লনা মেনাশ শোহাদায়ে অছছালিহিনা, বেরাহমাতেকা ইয়া আরহামার রাহেমিন।"

২৫। কুকুরে কামড়াইলে উহার বিষ নষ্ট হওয়ার তদ্‌বীর

১। নিম্নোক্ত আয়াত ৪০ খানা রুটিতে লিখিয়া প্রত্যেক দিবস একখানি রুটি খইতে দিবে —

انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكفرين امهلهم رويدا

২। কুকুরে কামড়াইবার তিন দিবস পরে নিম্নোক্ত দোওয়াটি লবণের উপর সাতবার পড়িয়া প্রত্যেক বারে ফুক দিবে। যে পরিমাণ লবণ তিন দিবসে খাওয়া যায়, তাহাই লইয়া দোওয়া পড়িবে। দোওয়া পড়ার পরে যদি কুকুরের লোম উহাতে পাওয়া যায়, তবে বাছিয়া ফেলিয়া দিবে, রোগী প্রভাতে খালিপেটে তিন দিবস উক্ত লবণগুলি খাইয়া ফেলিবে। এই তদ্‌বীরটি বহুবার পরীক্ষিত হইয়াছে।

আয়াতটি এই-

انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكفرين امهلهم رويدا

'ইন্নাহুম ইয়াকিদূনা কায়দাঁও আকিদো কায়দা, ফামাহ হিলিল কাফেরিনা, আমহেলহুম রোওয়ায়দা।

৩। মাওলানা ইছহাক দেহলবি বলিয়াছেন—

এক খণ্ড বানাত কাপড় গুড়ের মধ্যে করিয়া খাইলে, কুকুরের বিষ ভস্ম হইয়া যায়।

২৬। বসন্ত (গুটি) রোগের তদ্‌বীর

১। বসন্ত রোগ শরীরে দেখা গেলে, কয়েক তার নীল সুতা লইয়া ছুরা রহমানের- فَبِاَیِّ اٰلَاۤءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّ بٰنِ

"ফাবে আইয়ে আলায়ে রাব্বিকুমা -তুকাজ্জেবান" পর্য্যন্ত পৌছালে ফুক দিয়া এক গিরা দিবে, এইরূপ উক্ত ছুরা শেষ হইতে হইতে উক্ত আয়াত ৩১ বার পড়িয়া ৩১ টি ফুক দিবে এবং ৩১ টি গিরা দিতে হইবে, তৎপরে উক্ত সুতা রোগীর গলায় বাধিয়া দিবে। এই সুতা সুস্থ ব্যক্তির গলায় বাধিয়া দিলে, সে ব্যক্তি উক্ত রোগ হইতে রক্ষা পাইবে।

তফছিরে আজিজির ৬৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে;—

যে ব্যক্তির বসন্ত রোগ হওয়ার আশঙ্কা হয়, প্রভাতে তাহার নিকট একজন কারী তরতীল (কেরাতের ফায়দা) সহ ছুরা বাকারা শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া তাহার শরীরে ফুক দিবে, উহা পাঠ আরম্ভ করার সময় আড়াই পোওয়া চাউলের ভাত ও যে পরিমাণ চিনি ও দধির আবশ্যক হয়, তাহা একজন দরিদ্রকে তাহার সাক্ষাতে খাইতে দিবে। দরিদ্র ক্রমান্বয়ে ধীরে ধীরে খাইতে থাকিবে এবং কারী ছুরা পাঠ শেষ করিবে। যাহার জন্য এই তদ্‌বীর করা হইবে এবং তিনি উক্ত ছুরা পড়িবে, তাহারা উভয়ে যেন কিছু না খাইয়া খালি পেটে ইহা করেন। আল্লাহ তায়ালার মর্জ্জিতে সে ব্যক্তি বসন্ত রোগ হইতে মুক্তি পাইবেন, আর যদি উক্ত রোগ হয়, তবু উহা অতি সামান্য হইবে। ইহা বহুবার পরীক্ষিত হইয়াছে। দরিদ্র ব্যক্তি অবশিষ্ট ভাতগুলি কোন ময়দানে নিক্ষেপ করিয়া আসিবে।

৩। নিম্নোক্ত নকশাটি গলায় বাঁধিবে;—
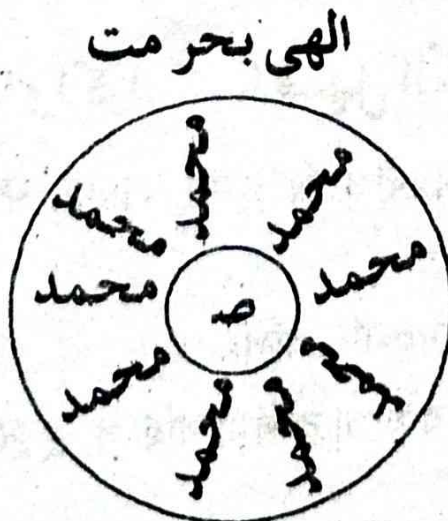
২৭। কলেরা হায়েজা রোগের তদ্‌বীর

১। নিম্নোক্ত তাবিজ প্রত্যেকে ধারণ করিবে ও দরজায় লাগাইয়া দিবে -

لی خمسة اطفی اللّٰه بها حر الو باء الحا طمة

المصطفی و المر تضی و ابنا هما و الفاطمة

২। নিম্নোক্ত তাবিজ প্রত্যেকে ধারণ করিবে —

بسم اللّٰه الرحمن الرحيم

الٰهی بحرمت محمد صادق اکابر اولیا
ابن امام ربانی احمد سرهندی مجدد
الف ثانی از شروبا وطاعون و شر بلای
نا گهانی فلان را محفوظ دار امین ثم امین

৩। ১৪ শত বার — ☆ سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ

“ছালামোন কাওলাম মেরাব্বের রহিম এই আয়াত পড়িয়া পানিতে ফুক দিয়া প্রত্যেককে তিন দিবস পান করিতে দিবে।

৪। সরিষার তৈলের উপর আয়াতে কোতব পড়িয়া ফুক দিয়া উক্ত তৈল তিন ফোঁটা একটু পানিতে মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করাইবে।

৫। আবে রমহত কিম্বা আবে-কারামত পান করাইবে।

প্রথম দোওয়াখানি-

৬। যে গ্রামে বহু লোক কলেরাতে নষ্ট হইতেছে, সেই স্থানে সমস্ত পুরুষ লোক কোন মছজিদ, দহলিজ বা কোন পাক স্থানে সম বেত হইয়া নিমোক্ত দোওয়াগুলি পাঠ করিববে—

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّىْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ ☆

(ক) "আছ্‌তাগফেরোল্লাহা রাব্বি মেনকুল্লে জামবেঁও অ-আতুবো এলায়হে" ১ হাজার হইতে ৫ হাজার বার।

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ☆

(খ) লাহাওলা অ-লাকুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ - ৫০০ বার।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ دَاءٍ وَّ دَوَاءٍ ☆

(গ) আল্লাহোম্মা ছাল্লে আ'লা ছাইয়েদেনা মোহাম্মাদেঁও অ-আলা আলে ছাইয়েদেনা মোহাম্মাদেন বে-আদাদে কুল্লে দা-য়েওঁ অ-দাওয়াএন- ২০০ বার।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ عِلَّةٍ وَّ شِفَاءٍ ☆

(ঘ) আল্লাহোম্মা ছাল্লে আ'লা ছাইয়েদেনা মোহাম্মাদেঁও অ-আলা আলে ছাইয়েদেনা মোহাম্মাদেন বে-আদাদে কুল্লে এ'ল্লাতেঁও অ-শেফায়েন- ২০০ বার।

لِىْ خَمْسَةٌ اُطْفِىَ اللّٰهُ بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاطِمَةِ اَلْمُصْطَفٰى وَ الْمُرْتَضٰى وَ اَبْنَا هُمَا وَ الْفَاطِمَةُ ☆

(ঙ) লি খামছাতোন আৎফিইয়াল্লাহোবেহা হার্রাল অবা-এল হাতেমাহ্। আল মোস্তাফা, অলমোরতাদা অবনাহোমা অল- ফাতেমাহ- ২০০ বার।

নিজেরা তওবা করিয়া নামাজ পড়িবে ও স্ত্রীলোদিগকে নামাজ পড়াইবে ও এস্তেগফার করিতে বলিবে।

দ্বিতীয় দোওয়াখানি

৭।একজন কারী সকলকে এস্তেগফার পড়াইয়া নিমোক্ত দোওয়াখানি করিবে। ছুরা ইয়াছিন ৩ বার ছুরা রহমান ৩ বার, ছুরা মোল্‌কো ৩ বার, ছুরা হাদিদ ৩ বার,

ছুরা মোজ্জাম্মেল ৪০ বার, ছুরা তাগাবোন ৪০ বার, উহা পাঠ করা শেষ হইলে পানিতে ফুক দিয়া সকলকে পান করাইবে এবং বালা দূর হওয়ার দোওয়া করিবে।

৮। খতমে -খাজাগান ও খতমে-কাদেরিয়া এসম্বন্ধে মহাফলপ্রদ।

২৮। বদনজরের দফা হওয়ার তদ্‌বীর

মনুষ্যের চক্ষে এক প্রকার বিষ আছে , সময় সময় উহা প্রকাশ হইয়া থাকে। সুন্দর রূপবান শিশু সন্তান বা বালকের উপর দৃষ্টিপাত করিলে উক্ত বিষ সংক্রামিত হইয়া তাহার ব্যধির সৃষ্টি করে, ইহাকে বদনজর বলা হয়। এইরূপ ফলকর বৃক্ষের বা দুগ্ধবতী গাভীর উপর বদনজর হইলে ফল ও দুধ কম হইয়া যায়।

মেশকাতের ৩৯৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে —

হোনায়ফের পুত্র ছহল গোছল করিতেছিল এমতাবস্থায় আমের বেনে রাবিয়া বলিল, কোন কুমারী বালিকার চর্ম্মোকেও এরূপ কোমল ও সৌন্দর্য্যশালী দেখি নাই। ইহা বলা মাত্র ছহল মুর্চ্ছা প্রাপ্ত হইয়া ভূতলশায়ী হইল। একজন লোক হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, ছহল অচৈতন্য অবস্থায় রহিয়াছে, আপনি উহার তদ্‌বীর করিবেন কি? হজরত বলিলেন,(এই বদনজর করা সম্বন্ধে) তোমাদের কাহারও প্রতি সন্দেহ হয় কি? তাহারা বলিলেন, আমরা আমেরের উপর সন্দেহ করি। তখন হজরত (ছাঃ) আমেরকে ডাকিয়া তিরস্কাক করিয়া বলিলেন, কি জন্য একজন লোক নিজের ভ্রাতার প্রাণনাশ করে? কেন তাহাকে দেখিয়া—

☆ بَارَكَ اللّٰهُ عَلَيْكَ

“বারাকাল্লাহু আলায়কা” বলিলেন না? তুমি গোছল করিয়া পানি দাও। তখন আমের সর্ব্বাঙ্গ ধৌত করিয়া একটি পাত্রে করিয়া পানি দিয়া দিল। তাহারা উক্ত পানি লইয়া তাহার শরীরে ছিটা দেওয়া মাত্র সেই ব্যক্তি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল।

উপরোক্ত হাদিছে বুঝা যায় যে, কোন বালক, ফলকর বৃক্ষ ও দুগ্ধবতী গাভী নজরে ভাল বোধ হইলে, ‘‘বারাকাল্লাহে আলায়কা’ বলিতে হয় ইহাতে বদনজর লাগিতে পারে না। যদি বদনজরকারী কোন ব্যক্তি, ইহা জানিতে পারা যায়, তবে নিমোক্ত দুইটি তদ্‌বীর করিলে উহার ক্রিয়া নষ্ট হইয়া যাইবে।

১। বদনজকারীরর সর্ব্বাঙ্গ ধৌত করিয়া একটি বড় পাত্রে ধরিয়া বদনজর গ্রস্থ লোকের শরীরে ছিটা দিবে।

২। বদনজরকারীর নাম ধরিয়া "হে অমুক" বলিয়া ডাকিলেই বদনজর বাতীল হইয়া যাইবে।

আর যদি কোন ব্যক্তি দ্বারা বদনজর হইয়াছে তাহা জানা না যায়, তবে নিম্নোক্ত প্রকার তদ্‌বীর করিবে —

৩। ছুরির দ্বারা মৃত্তিকায় একটি গোলাকার রেখা টানিবে তৎপরে একবার আয়তুল- কুরছি ও নিমোক্ত আয়াতগুলি ও দোয়াটি পড়িয়া ছুরি খানা উক্ত দায়রায় (বৃত্তের) মধ্যস্থলে গাড়িয়া দিয়া বলিবে, আমি এই ছুরিটি বদনজরকারী পুরুষ কিম্বা বদনজরকারিণী স্ত্রীলোকের হৃৎপিণ্ডে বসাইয়া দিলাম। তৎপরে একখানা বাসনের নীচে ছুরিটি ঢাকিয়া রাখিবে, ইহাতে বদনজর বাতীল হইবে।
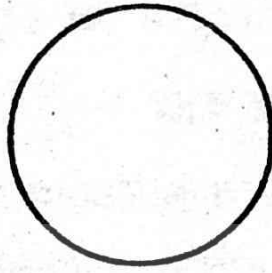
আয়াতটি এই —

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ ط اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ☆

وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ۚ وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ

الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهٖ وَ يَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ ۙ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَ يُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَ

لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ۚ وَيَمْحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ ط اِنَّهٗ

عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ☆

"অ কোল-জায়াল হাকো অজাহাকাল-বাতেল, ইন্নাল, বাতেলা কানা জাহুকা। অইয়োহেক্কোল্লাহোল-হাক্কা বেকালেমাতিহী অলাও কারেহাল মোজরেমুন। অইয়োরিদোল্লাহো আই-ইয়ো হেক্কাল হাক্কা বে-কালেমাতিহী অ-ইয়াকতা দাবেরাল কাফেরিন। লেইয়া হেক্কাল হাক্কা অ-ইয়োবতেলাল বাতেলা, অলাও কারেহাল মোজরেমুন। অ-ইয়াম হোল্লাহোল বাতেল, অ-ইয়োহেকোল হাক্কা বেকালেমাতিহি, ইন্নাহু আ'লিমোম বেজাতেছ ছোদুর।

দোয়াটি এই —

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّ هَامَّةٍ وَّ عَيْنٍ لَّامَّةٍ يَا حَفِيْظُ يَا رَقِيْبُ يَا وَكِيْلُ يَا كَفِيْلُ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ط

"আউজো বেকালেমাতিল্লাহ ত্তাম্মাতে মিন শাররে কুল্লে শায়তানেও অহাম্মাতেন অ-আয়নেল্লাম্মাতেন ইয়া হাফিজো, ইয়া রাকিবো, ইয়া অকিলো, ইয়া কাফিলো, ফাছাইয়াকফিকাহুমুল্লাহো অহুওয়াছ ছামিওল আ'লিম।

৪। ছয়টি আয়াতে -শেফা জাফরাণ দিয়া চিনার সাদা বাসনে লিখিয়া গোলাব কিম্বা বিশুদ্ধ পানি দিয়া ধুইয়া রোগীকে পান করাইবে, ইহা বহুবার পরীক্ষিত হইয়াছে। ৪১ নং তদ্‌বীর আয়াতে শেফা লিখিত হইয়াছে।

৫। নিম্নোক্ত আয়াত লিখিয়া ধুইয়া পান করাইবে এবং অন্য একটি কাগজে লিখিয়া তাবিজ করিয়া দিবে।

وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون وماهو الا ذكر للعلمين ☆

৬। দুগ্ধবতী গাভী কিম্বা ফলকর বৃক্ষের বদনজর হইলে, দোওয়া গঞ্জোল আরশ পানিতে পড়িয়া বৃক্ষে ছিটা দিবে কিম্বা গাভীকে পান করাইবে, আর ২৮ নং তদ্‌বীরের ৩/৫ দফার লিখিত আয়াতগুলি ও ১১/১২ নম্বরের দোওয়া লিখিয়া কোন পাত্রে বা মাদুলিতে করিয়া বৃক্ষে লটকাইয়া দিবে বা গাভীর গলায় বাঁধিয়া দিবে।

৭। নিম্নোক্ত দোওয়া চারিবার পড়িয়া গাভীর ডাহিন নাসিকায় আর তিনবার পড়িয়া উহার বাম নাসিকায় ফুক দিবে, তৎপরে উহা একবার পাঠ করিবে।

لَا بَاسَ اَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ اِشْفِ اَنْتَ الشَّافِىْ لَا يَكْشِفُ الضُّرَّ اِلَّا اَنْتَ ☆

৩৩। শত্রুর ক্ষতি হইতে রক্ষা পাওয়ার তদ্বীর

১। এশার নামাজের পরে ২০০ বার এস্তেগফার পড়িয়া —

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ ☆

“হাছবোনাল্লাহ অনে’মাল অকিল ৭৫ বার পড়িয়া ছেজদায় গিয়া বলিবে, ইয়া আল্লাহ শত্রুর অপকার হইতে আমাকে রক্ষা কর।

২। নিম্নোক্ত দোওয়া পড়িলে এবং তাবিজ করিয়া মস্তকে রাখিলে, শত্রু তাহার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।

يَا اِلٰهَ الْعٰلَمِيْنَ يَا خَيْرَ النَّاصِرِيْنَ نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ فَتْحٌ قَرِيْبٌ ط

وَّ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَا للّٰهُ خَيْرٌ حَافِظِيْنَ ☆

“ইয়া ইলাহাল আলামিন,ইয়া খায়রান্নায়াছেরিন নাছরোম মিনাল্লাহে অফাৎহোন কারীব,অ- বাশশেরেল মোমেনিনা ফাল্লাহো খায়রোন হাফেজিন।

৩। নিম্নোক্ত দোওয়া ওজু বেওজু প্রত্যেক অবস্থায় বহু পরিমাণ পড়িতে থাকিবে এবং ধারণা করিতে থাকিবে যে, যেন একখানা প্রস্তর শত্রুর বক্ষে নিক্ষেপ করিতেছি, ইহাতে শত্রু দূর্বল হইয়া যাইবে, তাহারা তদ্বীরকারীর কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না ।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ وَ نَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ ☆

“আল্লাহোম্মা ইন্না নাজয়া’ লোকা ফিনুহুরেহেম, অনাউজোবেকা মেন শোরুরেহেম।”

৪। শত্রুর দমন হওয়ার ধারণায় দৈনিক বহু পরিমাণ ছুরা লাহাব পড়িবে।

৩৪। নির্দ্দোষ লোকের জেলে যাওয়ার আশঙ্কা হইলে তাহার মুক্তির উপায়

১। নিম্নোক্ত দোওয়া হাজার বার পড়িবে —

لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ خَالِصًا مُخْلِصًا يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ يَا غَفَّارُ يَا غَفَّارُ يَاغَفَّارُ يَا فَتَّاحُ يَا فَتَّاحُ يَا فَتَّاحُ لَا اِلٰهَ اِلَّاهُوَ ☆سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَ رَبُّ الْمَلٰٓئِكَةِ وَالرُّوْحِ بِحَقِّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ ☆

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহো খালেছান, মোখলেছান, ইয়া আ'লিয়ো ইয়া আ'লিয়ো, ইয়া আ'লিয়ো, ইয়া গাফ্‌ফারো , ইয়া গাফফারো, ইয়া গাফ্ ফারো, ইয়া ফাত্তাহো, ইয়া ফাত্তাহো, ইয়া ফাত্তাহো, লা- ইলাহা ইল্লাহু, ছুব্বুহোন, কুদ্দুছোন, রাব্বোনা অরাব্বোল মালায়েকাতে অররুহে, বেহাক্কে লাইলাহা ইল্লাল্লাহো অল্লাহো আকবর।"

নিম্নোক্ত দোওয়া এক হাজার একবার পড়িবে —

يَـا قَهَّارُ يَا قَهَّارُ يَا قَهَّارُ اَنْتَ الَّذِىْ لَا يُطَاقُ اِنْتِقَامَهٗ يَا قَابِضُ يَا قَـا بِضُ يَا قَا بِضُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ☆ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ يَا اَللّٰهُ يَا هُوَ يَاحَقُّ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ ☆

'ইয়া কাহ্হারো ইয়া কাহ্হারো ইয়া কাহ্হারো, আন্তাল্লাজি লাইয়োতাকো ইন্তেকামাহু ইয়া কাবেদো, ইয়া কাবেদো, ইয়া কাবেদা, লাইলাহা ইল্লা আন্তা ছোবহানাকা ইন্নি কুন্তো মেনাজ্জলেমিন, ফাৎহোন মেনাল্লাহেল আজিজেল হাকিম, ইয়া আল্লাহো ইয়া হুয়া ইয়া হাকো, ইয়া রব্বাল আলামীন।

৩৫। এমতেহানে (পরীক্ষায়) পাশ করার তদ্‌বীর

দ্বিতীয় খণ্ডের ৪৫ নম্বর তদ্‌বীরের ৫/৬ দফার তাবিজ লিখিয়া টুপীর মধ্যে রাখিয়া পরীক্ষা দিতে যাইবে।

৩৩ নম্বর তদ্‌বীরের ২ দফার দোওয়া হাজার বার পড়িবে, পরীক্ষা দিবার সময় পড়িতে পড়িতে যাইবে এবং তাবিজ লিখিয়া মস্তকে ধারণ করিবে।

৩৬। চাকরি লাভের তদ্‌বীর

নিম্নোক্ত দোওয়া ৪৪৪৪ বার পড়িবে—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ صَلَاةً كَامِلَةً وَّسَلِّمْ سَلَامًا عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ
الَّذِىْ تَنْحَلُّ بِهِ الْعُقَدُ وَتَنْفَرِجُ بِهِ الْكُرَبُ وَتُقْضٰى بِهِ الْحَوَائِجُ وَ
تُنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ وَحُسْنُ الْخَوَاتِمِ وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ
الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ فِىْ كُلِّ لَمْحَةٍ وَّنَفَسٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ
لَكَ ☆

"আল্লাহোম্মা ছাল্লে ছালাতান কামেলাতান ও ছাল্লেম ছালামান তাম্মান আ'লা ছাইয়েদেনা মোহাম্মাদেনেল্লাজি তানহাল্লো বিহিল ও'কাদো অ-তানফারেজো বিহিল কোরাবো অ-তোকদা ض বিহিল হাওয়ায়েজো, অ-তোনালো বিহির রাগায়েবো, অ-হোছনোল খাওয়াতেমে অ-ইয়োছতাছকাল গামামো বি-অজহিহেল করিমে, অ-আলা- আলেহি অ-ছাহবেহী ফী কুল্লে লামহাতেও অ-নাফছেম বে-আ'দাদে কুল্লে মালুমেল্লাক।"

৩৭। জাদু দফার তদ্‌বীর

১। নিম্নোক্ত আয়াতগুলি পড়িয়া জাদুগ্রস্ত লোকের উপর ফুক দিবে, সাতখানা কাগজে লিখিয়া দৈনিক একখানা পানিতে ধৌত করিয়া পান করাইবে এবং উহা পড়িয়া পানিতে ফুক দিয়া তাহাকে তদ্দ্বারা গোছল করাইয়া দিবে।

ছুরা ইউনোছের আয়াত —

فَلَمَّآ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ اِنَّ
اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ☆ وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَلَوْ
كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ☆

"ফালাম্মা আলকাও, কালা মুছা মা-জে'তোম বিহিছ ছিহরু ইন্নাল্লাহা ছাইওবতেলুহু। ইন্নাল্লাহা লা-ইউছলেহু আ'মালাল মোফছেদীন। অ-ইউহেক্কুল্লাহোল হাক্কা বেকালেমাতেহি অলাও কারেহাল মুজরেমুন।"

ছুরা আরাফের আয়াত —

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۚ فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَ
انْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ ۚ وَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ۚ قَالُوْآ اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۚ
رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ☆

'ফা-অকায়াল -হাক্কা অবাতালা মাকানু ইয়া'মালুন। ফাগোলেবু হুনালিকা অনকালাবু ছাগেরিন। অ-ওলকিয়াছ ছাহারাতো ছাজেদিন। কালু আমান্না বে'রাব্বেল আ'লামিন রাব্বে মুছা অ'হারুন।

ছুরা ত্বা'হার আয়াত —

اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ ۚ وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُ حَيْثُ اَتٰى ☆

"ইন্নামা ছানাবু কায়দো ছাহের, অলা ইয়োফলেহোছ ছাহেরো হায়ছো আতা।

কোর-আন শরীফের প্রসিদ্ধ ৩৩ আয়াত জাদুগ্রস্ত রোগীর উপর পড়িয়া ফুক দিবে, সরিষার তৈল পানিতে পড়িয়া পানি পান ও তৈল মর্দ্দন করিতে দিবে।

৩৮। বান দফার তদ্‌বীর

নিম্নোক্ত আয়াত ৭ বার পানিতে পড়িয়া ফুক দিয়া রোগীকে গোসল দিবে এবং উহার কিছু অংশ খাওয়াইবে।

اَمْ اَبْرَمُوْآ اَمْرًا فَاِنَّا مُبْرِمُوْنَ ☆

"আম আবরামু আমরান ফাইন্না মোবরেমুন।"

৩৯। খাদ্য সামগ্রীতে বিষ মিশ্রিত থাকিলে উক্ত বিষ নষ্ট হওয়ার তদ্‌বীর

নিম্নোক্ত দোওয়া পড়িয়া খাদ্য ভক্ষণ করিলে উহাতে বিষ থাকিলে বা জাদু টোনা করা হইলেও কোন ক্ষতি হইবে না।

بسم الله الرحمن الرحيم

بِسْمِ اللّٰهِ خَيْرِ الْاَسْمَآءِ ☆ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَ لَافِى السَّمَآءِ وَهُوَالسَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ☆

বিছমিল্লাহের রহমানের রহিম। বিছমিল্লাহে খায়রেল আছমায়ে বিছমিল্লাহেল লাজি লাইয়াদোর্রো ض মায়াছমিহি শাইয়োন ফিল আরদে ض অলাফিচ্ছামায়ে অহুওয়াছ ছামিয়োল -আলিম।"

৪০। দূরারোগ্য ব্যাধির আরোগ্য লাভের তদ্‌বীর

নিম্নোক্ত দোওয়া ও ছুরা ফাতেহা সাদা চিনার বাসনে লিখিয়া পানি দিয়া ধুইয়া রোগীকে চল্লিশ দিবস পান করাইবে।

يا حي حين لا حي في ديمومة ملكه و بقائه ياحي

এক লক্ষ পঁচিশ হাজার বার—

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ☆

"বিছমিল্লাহির রহমানির রাহিম" পাট করিয়া দোওয়া করিবে ইহা বহু পরীক্ষিত।

একটি খাসী বা বকরী নিম্নোক্ত দোওয়া পড়িয়া জবাহ করিবে এবং ৬০ জন দরিদ্রকে উহার গোশত নিম্নোলিখিত ভাবে বিতরণ করিবে, কল্লাটি একজনকে, চামড়াটি একজনকে, ভুড়িটি একজনকে এবং গোশতগুলি ৫৭ ভাগ করিয়া ৫৭ জনকে দিবে। ইহা বহু পরীক্ষিত। দোওয়া এই—

اَللّٰهُمَّ هٰذَا فِدَاءٌ لِفُلَانٍ فَتَقَبَّلْهُ مِنْهُ بِسْمِ اللّٰهِ اَكْبَرُ☆

আল্লাহোম্মা হাজা ফেদায়োন লেফোলানেন ফাতাকাব্বালহো মিনহু বিছমিল্লাহে আল্লাহো আকবর।

৪। খতমে খাজাগান ও খতমে কাদেরিয়া এ সম্বন্ধে মহা ফলপ্রদ।

৪১। সমস্ত প্রকার পীড়া উপশম হওয়ার তদ্‌বীর

নিম্নোক্ত ছয়টি আয়াতে শেফা বাসনে লিখিয়া পান করাইবে।

و يشف صدور قوم مؤمنين وشفاء لما فى الصدور يخرج من

بطو نها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس و ننزل من القرآن ما

هو شفاء ورحمة للمؤمنين و اذا مر ضت فهو يشفين قل هو للذين

آمنوا هدى و شفاء ☆

বেদনা স্থানে হাত দিয়া টিপিয়া ৩বার বিছমিল্লাহে ও ৭ বার নিমোক্ত দোওয়া পড়িয়া হাত তুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিবে, বেদনা ভাল হইয়াছে কি? যদি সুস্থ না হইয়া থাকে, তবে দ্বিতীয়বার বেদনা স্থানে টিপিয়া ধরিয়া উক্ত প্রকার বিছমিল্লাহ ও দোওয়া পড়িবে। এইরূপ কয়েকবার করিতে করিতে দেবনা ভাল হইয়া যাবে।

اَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَ اُحَاذِرُ☆

"আউজো বে-এজ্জাতিল্লাহে, অ-কুদরাতেহি মিনশার্রে মা আজেদো অ-উহাজেরো।"

২। নিম্নোক্ত তাবিজ লিখিয়া বেদনা স্থানে বাঁধিবে।

بسم اللّٰه الشا فى بسم اللّٰه الكا فى بسم اللّٰه المعافى

بسم اللّٰه مجرها ومرسها ان ربى لغفور رحيم☆

৩। নিম্নোক্ত আয়াত দুটি সাত সাতবার পড়িয়া বেদনা স্থলে ফুক দিবে এবং সরিষার তৈলে ফুক দিয়া মৰ্দ্দন করিবে।

(١) وَ بِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَ بِا لْحَقِّ نَزَلَ

وَمَآ اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا

"অবিল- হাক্কে আঞ্জালনাহো অবিল-হাক্কে নাজালা। অমা আর -ছালনাকা ইল্লা মোবাশশেরাও অনাজিরা।"

(٢) لَا فِيْهَا غَوْلٌ وَّ لَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ ☆

"লা-ফিহা গাওলো ও অলাহুম আন্‌হা ইয়ানজেফুন।"

৪২। আধ কপালে বেদনার তদ্‌বীর

নিম্নোক্ততাবিজ লিখিয়া মস্তকে বাঁধিবে—

بسم الله الرحمن الرحيم كهيعص ذكر رحمت ربك عبده

ذكريا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب انى و هن العظم منى

واشتعل الراس شيبا و لم اكن بدعائك رب شقيا ☆

৪৩। দাঁত, মস্তক ও বায়ু বেদনার তদ্‌বীর

একখানা পাক তক্তার উপর পাক বালু লাগাইয়া উহার উপর পেরেক দিয়া ابجد هوز حطى এই দশটি অক্ষর লিখিবে, বেদনা ভোগী লোকটি অঙ্গুলী দ্বারা বেদনার স্থান খুব টিপিয়া ধরিবে, আর উক্ত নকশা লেখক প্রথম অক্ষরকে পেরেক দ্বারা সজোরে দাবাইয়া ধরিয়া একবার ছুরা ফাতেহা পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিবে, যে তোমার বেদনা আরোগ্য হইয়াছে কিনা?

যদি বেদনা সুস্থ না হইয়া থাকে, তবে দ্বিতীয় অক্ষরকে পেরেক দ্বারা দাবাইয়া ধরিয়া দুইবার ছুরা ফাতেহা পড়িবে, পুনরায় বেদনা ভাল হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিবে। এইরূপ তৃতীয় ও চতুর্থ হইতে দশম অক্ষর অবধি ছুরা ফাতেহা এক একবার বৃদ্ধি করিতে করিতে দাবাইয়া ধরিয়া পড়িতে থাকিবে, খোদার মর্জ্জিতে শেষ অক্ষর পর্য্যন্ত পৌঁছিতে না পৌঁছিতে বেদনা ভাল হইয়া যাইবে।

৪৪। অম্লরোগের তদ্‌বীর

১। আছরের পরে ২১ বার আয়াতুল কুরছি পড়িয়া পেটের উপর ফুক দিবে।

২। হরিতকি, বহেড়া, আমলকী, ধনিয়া, মৌরী ও নিমের ছাল কোন কাঁচ কিম্বা মাটির পাত্রে রাত্রিকালে ভিজাইয়া রাখিবে এবং প্রভাতে উহার কাত ছাকিয়া লইয়া ইক্ষু চিনি সহ সেবন করিবে, তৎপরের দিবস অবশিষ্ট শিটাটি ভিজাইয়া রাখিলে এইরূপ এক দুই মাস ব্যবহারে কঠিন অম্লরোগ আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে।

৪৫। রক্তপিত্তের তদ্‌বীর

নিম্নোক্ত আয়াত পানিতে দম করিয়া পান করিতে দিবে, আর তাবিজ করিয়া গলায় বাঁধিবে।

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَ لَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ☆

অনোনজ্জেলো মেনাল কোর আনে মাহুওয়া শেফায়োও অরাহ মাতুললেল মো'মেনিনা অলা-ইয়া জিদোজ্জালেমিনা ইল্লা খাছারা।

৪৬। স্ত্রীলোকের রক্তস্রাব বন্ধ হওয়ার তদ্‌বীর

১। নিম্নোক্ত আয়াত চিনার বাসনে লিখিয়া গোলাবে ধুইয়া সেবন করাইবে।

بسم الله الرحمن الرحيم افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ط ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيأ ط و سيجزى الله الشاكرين ☆

৪৭। রক্তস্রাবের ঔষধ

১। মেহদী পাতার রস আধ ছটাক পরিমাণ লইয়া আতপ চাউলের ফেনের সহিত সেবন করিবে, আর আধতোলা কালজিরা বেগুনের মধ্যে করিয়া ভাতে দিয়া সর্ব্বশুদ্ধ খাইবে। আর যদি রক্তস্রাবের মাত্রা অতিরিক্ত বেশি হয়, তবে মেহদী পাতার রস আধ পোয়া লইবে, তিন দিবস এইরূপ করিবে আল্লাহতায়ালার মর্জ্জিতে উক্ত রোগ নিরাময় হইবে।

৪৮। জ্বর দফা হওয়ার তদবীর

নিম্নোক্ত দোওয়া কাগজে লিখিয়া হাতে বাঁধিবে।

بسم اللّٰه الرحمن رحیم براة من اللّٰه العزیز الحکیم الی ام ملدم التی تاکل اللحم و تشرب الدم و تهشم العظم اما بعد یا ام ملدم ان کنت مؤمنة فبحق محمد صلی اللّٰه علیه و سلم و ان کنت یهودیة فبحق موسٰی الکلیم علیه السلام وان کنت نصرانیة فبحق المسیح عیسی بن مریم علیهما السلام ان لا اکلت لفلان بن فلانة لحما و لا شربت له د ما ولا هشمت له عظما و تحولی عنه الی من اتخذ مع اللّٰه الها اٰخرلا اله الا هو العزیز الحکیم و الا فانت بریئة من اللّٰه تعالٰی و اللّٰه تعالٰی بر ئی منک حسبنا اللّٰه و نعم الوکیل ولا حول و لا قوة الاباللّٰه العلی العظیم و صلی اللّٰه علی سیدنا محمد و اٰله و اصحابه و سلم ☆

২। নিম্নোক্ত আয়াত ৭১ বার পড়িয়া পানি ও কালজিরাতে ফুক দিয়া খাওয়াইবে।

اِنَّـهٗ لَكِتٰبٌ عَـزِيْـزٌ ۙ لَّا يَـاْتِيْـهِ الْبَـاطِلُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْـهِ وَ لَا مِنْ خَلْفِهٖ ؕ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ ☆

ইন্নাহু লা কেতাবোন আজিজোল লা ইয়াতেহেল বাতেলো মিম বায়নে ইয়াদায়হে অলা মিন খালফিহে, তাঞ্জিলোম মিন হাকিমেন হামিদ।

৬। একটি নীল সুতা লইয়া ছুরা অদ্দোহা পড়িতে পড়িতে প্রত্যেক "কা" স্থলে পৌঁছালে ফুক দিয়া এক একটি গিরা দিবে, এইরূপ নয়টি "কা" স্থলে ফুক দিয়া নয়টি গিরা দিয়া গলায় ধারণ করিবে।

৪৭। রেখা বা পালা জ্বরের তদ্‌বীর

১। নিম্নোক্ত তাবিজ লিখিয়া গলায় বাঁধিবে—

بسم اللّٰه الرحمن الرحيم وقل جاء الحق و زهق الباطل ط ان الباطل كان زهوقا۔ وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ۙ ولا يزيد الظالمين الا خسارا ☆

২। নিম্নোক্ত তাবিজ লিখিয়া গলায় বাঁধিবে ও ধুইয়া খাইবে।

كٓهٰيٰعٓصٓ حٰمٓعٓسٓقٓ طٰهٰ و يٰسٓ و القراٰن الحكيم بحق اياك نعبد واياك نستعين برحمتك يا ارحم الراحمين ☆

৩। তিনকোনা একখানা খোলা (চাড়া) লইয়া ১১ বার দরুদ পড়িয়া তিনবার ছুরা ফাতেহা, তিনবার ছুরা এখলাছ, তিনবার ছুরা কাওছারের 'অনহার' অবধি পড়িবে, প্রত্যেক বারে খোলার উপর ফুক দিবে, একুনে ৯

বার ফুক হইবে। শেষে ১১ বার দরুদ পড়িবে। উহা রোগীর ডাহিন হাতে বাঁধিবে।

৪। পানের উপর নিম্নোক্ত আয়াত লিখিয়া এবং রোগীর জ্বর হওয়ার অগ্রে পানের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে থাকিবে। এইরূপ তিন দিবস দেখিলে, আল্লাহতা'লার মর্জ্জিতে পালা জ্বর বন্ধ হইবে।

৭৮৬

يَا اللّٰه	يَا اللّٰه	يا اللّٰه	يا اللّٰه	يا اللّٰه
يا حافظ	يا حافظ	يا حافظ	يا حافظ	يا حافظ
يا خافض	يا خافض	يا خافض	يا خافض	يا خافض
يا مذل	يا مذل	يا مذل	يا مذل	يا مذل
يا قهار	يا رب	يا حق	يا هو	يا على

لا يـرون فيهـا شمسا و لا زمهريرا ☆ قـلـنا يا نار كونى بردا و

سلاما على ابراهيم ☆

يا اللّٰه دفع كر تپ تجارى كو
فلان بن فلان كے اپنى مهر سے

এই তাবিজ স্ত্রীলোকের বাম হাতে এবং পুরুষলোকের ডাহিন হাতে বাঁধিবে।

৫০। দ্বৌকালিন জ্বরের তদ্বীর

নিম্নোক্ত আয়াত লিখিয়া ধুইয়া খাইয়াইবে ও গলায় বাঁধিবে।

قلنا يا نا ر كو نى بر دا وسلا ما على ابرا هيم و

ارادوا به كيدا فجعلنا هم الا خسرين ☆

৫১। শয্যের জমি বন্ধ করার তদ্বীর

নিম্নোক্ত আয়াত চারটি কাগজে লিখিয়া ক্ষেতের চারিকোণে কোন পাত্রের মধ্যে করিয়া পুতিয়া রাখিবে এবং শৃগাল, বানর, শুকর বা যে কোন পশুর অত্যাচার হয়, তাহার নাম কাগজে লিখিয়া ক্ষেতের মধ্যস্থলে পুতিয়া দিবে, খোদার মর্জ্জিতে আরসে পশু ক্ষেতের ক্ষতি করিতে পরিবে না।

صم بكم عمى فهم لا يرجعون ☆

৫২। যে স্ত্রী স্বামীর বাড়ী হইতে পলায়ন করে তাহার তদ্বীর

১। নিম্নোক্ত দোওয়া ৭বার পড়িয়া মিছরীতে ফুক দিয়া স্ত্রীকে খাওয়াইবে।

لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّا اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ

اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ ط اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ☆

অলাও আনফাকতা মা- ফিল-আরদে জামিয়াম মা আল্লাফতা বায়না কোলুবিহিম অলাকিন্নাল্লাহা আল্লাফা বায়নাহুম ইন্নাহু আজিজোন হাকিম।

২। নিম্নোক্ত আয়াত গমের রুটিতে জাফরাণ দ্বারা লিখিয়া স্ত্রীকে খাওয়াইবে।

يا ايها الذين امنوا اصبروا و صابروا و رابطوا

واتقوا الله لعلكم تفلحون ☆

৩। নিম্নোক্ত দোওয়া পানের উপরে লিখিয়া খাওয়াইবে। কিম্বা লবণের উপর ১১ বার পড়িয়া ফুক দিয়া খাওয়াইবে।

يُحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ط وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّالِّلّٰهِ ☆

فلانة بنت فلانة على حب فلان بن فلان ☆

"ইয়াহেব্বুনাহুম কাহুব্বিল্লাহে অল্লাজিনা আমানু আশাদ্দো হোব্বাল্লিল্লাহ।" ফোলানা বেন্তে ফোলনা আলা হুব্বে ফোলান বেনে ফোলান।

৪। ৭৮৬ বার বিছমিল্লাহ পড়িয়া পানিতে ফুকদিয়া তাহাকে পান করাইবে।।

৫৩। জমিতে বেশী ফসল জন্মিবার উপায়

১০০ বার بسم الله الرحمن الرحيم "বিছমিল্লাহের রহমানের রাহিম" কাগজে লিখিয়া কোনো পাত্রে করিয়া ক্ষেতে পুতিয়া রাখিবে, আল্লাহতায়ালার মর্জ্জিতে ক্ষেতের ফসল বেশী হইবে ও উক্ত ফসল সমস্ত বিপদ হইতে রক্ষা পাইবে।

৫৪। চোর ধরিবার উপায়

১। নিম্নোক্ত আয়াত ৭ বার ইক্ষুর ডুমিতে পড়িয়া যাহাদের উপর চুরির সন্দেহ হইয়া থাকে, তাহাদিগকে খাইতে দিবে, যে চোর হইবে তাহার পেটে বেদনা আরম্ভ হইবে।

وَالسَّارِقُ وَ السَّا رِقَةُ فَاقْطَعُوْآ اَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا

نكَا لًامِّنَ اللّٰهِ ط وَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ☆

"অছ্ছারেকো অছ্ছারেকাতো ফাকতায়ো আইদিয়াহুমা যাযায়াম বেমা কাছাবা নাকালাম মিনাল্লাহে আজিজোন হাকিম।

২। নিম্নোক্ত আয়াত কতকগুলি গমের রুটীর উপর লিখিয়া যাহাদের উপর চুরির সন্দেহ হয়, তাহাদিগকে একখানা খাইতে দিবে, চোরের গলায় রুটী, আবদ্ধ হইয়া থাকিবে, যতক্ষণ চুরির একরার না করিবে, ততক্ষণ রুটী নামিবে না।

فَلَوْلَآ إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ ، وَأَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ ،

بَصَرُوْنِيْ دزد زبان خشک شود ☆

৫৫। মৃগী রোগের তদ্‌বীর

রবিবারের সূর্যোদয় হওয়ার পর এক ঘণ্টার মধ্যে একখানা তাম্রের তক্তির একদিকে নিম্নোক্ত দোওয়া নক্‌শা করিবে—

يا قهار انت الذى لا يطاق انتقامه يا قهار☆

আর উহার অন্য দিকে নিমোক্ত দোওয়া নক্‌শা করিবে—

يا مذل كل جبار عنيد بقهر عزيز سلطانه يا مذل☆

উক্ত তক্তিখানা রোগীর গলায় বাঁধিবে।

৫৬। জাদু ও বান বন্ধ করার তদ্‌বীর

যে ব্যক্তি জাদু বান দফা হওয়ার তদ্‌বীর করে, তাহার উপর জাদু উলটিয়া আসিতে পারে বা জাদুগীর বান মারিতে পারে, এই জন্য সে ব্যক্তি তিনবার আয়তুল কুরছি, তিনবার ছুরা কাফেরুন, ছুরা ইখলাছ, ছুরা ফালাক ও নাছ এবং তিনবার নিমোক্ত দোওয়া পড়িয়া অঙ্গুলি দ্বারা গণ্ডী দিয়া বসিবে, খোদার মর্জ্জিতে জাদু বান গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিয়া ফিরিয়া যাইবে।

إِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا وَّ أَكِيْدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ☆

"ইন্নাহুম ইয়াকিদুনা কায়েদাও অ-আকিদো কায়দা, ফামাহ হেলেল কাফেরিনা আমহেলহোম রোওয়ায়দা।"

৫৭। সর্প দংশনের তদ্‌বীর

নিম্নোক্ত চারটি দোওয়া কুড়ি কুড়িবার পড়িয়া পানিতে ফুক দিয়া সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে কতক পান করাইবে এবং কিছু পানি দ্বারা দংশিত স্থান (জখম) ধুইয়া দিবে, আল্লাহতায়ালার মর্জ্জিতে বিষ ভস্ম হইয়া যাইবে, ইহা বহু পরীক্ষিত তদ্‌বীর।

(١) قَالَ أَلْقِهَا يٰمُوْسٰى فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰى

কালা আলকেহা ইয়া মুছা ফা-আলকাহা ফা-এজা হিয়া হাইয়াতোন তাছয়া।

(২) قَالَ خُذْهَا وَ لَا تَخَفْ ☆ سَنُعِيْدُ هَا سِيْرَ تَهَا الْأُوْلٰى

"কালা খোজহা অলা তাখাফ, ছানোয়ে' দুহা ছিরাতাহাল উলা।

(৩) سَلَامٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْنَ ☆

"ছালামুন আ'লা নুহেন ফিল আলামিন।"

(৪) اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَ لَهٗۤ اَسْلَمَ مَنْ فِى
السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ طَوْعًا وَّ كَرْهًا وَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ☆

"আফাগায়রা দীনিল্লাহে ইয়াবগুনা অলাহু আছলামা মান ফিছছামা-য়াতে অল্ আরদে ض তাওয়াও অ-কারহাঁও অ-এলায়হে ইয়োর জাউন।"

৫৮। তাঁগা বাধার তদ্বীর

নিম্নোক্ত আয়াত তিনবার পড়িয়া প্রত্যেক বারে মৃত্তিকায় হাত ঘর্ষণ করিয়া উহাতে ফুক দিয়া সর্পের বিষ যতদূর পর্যন্ত উঠিয়াছে, তাহার উপর অংশে বেষ্টনী দিবে, (তাগা বাঁধিয়া) খোদার ফজলে আর বিষ উপরে উঠিতে পারিবে না।

اَمْ اَبْرَ مُوْا اَمْرًا فَاِنَّا مُبْرِ مُوْنَ ☆

"আম আবরামু আমরান ফাইন্না মুবরেমুন।"

৫৯। জ্বেন সর্পরূপ ধরিয়া দংশন করিলে তাহার তদ্বীর

উপরোক্ত তদ্বীরের সহিত কোর-আন শরীফের ছুরা ছাফ্যাতের প্রথম দশ আয়াত লাজেব পর্য্যন্ত তিনবার, ছুরা জ্বেনের প্রথম দুই আয়াত 'শাতাতা' পর্য্যন্ত তিনবার লা- হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ ১০ বার ও নিম্নোক্ত আয়াতটি ৩ বার পড়িয়া উক্ত পানিতে দম করিবে। আর যদি দোওয়া গাঞ্জোল আরশ উহাতে যোগ করে তবে আরও ভাল।

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَ اَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ

"অলাকাদ ফাতান্না ছোলয়ামানা অ-আলকায়না আলাকুরছিইহি জাছাদান ছোম্মা আনাব।"

৬০। কোন হিংসুক ওঝা রোগীর বিষগাঁটুলি (বন্ধ্যা) করিয়া রাখিলে, উহার প্রতিকার

আয়াতুল- কুরছি ৭ বার চারিকোল সাত সাত বার, লাহাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ ১০ বার ও নিম্নোক্ত আয়াত ১০ বার পড়িয়া পানিতে ফুক দিবে, রোগীর চক্ষু মুখ ও জখমে দিবে এবং পান করাইবে।

اَمْ اَبْرَمُوْا اَمْرًا فَاِنَّا مُبْرِمُوْنَ ☆

"আম আবরামু আমরান ফাইন্না মুবরেমুন।"

৬১। সম্মান ও ইজ্জত লাভের তদ্বীর

প্রত্যেক দিবস প্রভাতে ৪১ বার يا عزيز ইয়া আজিজো এই নাম পড়িয়া হাতে ফুক দিয়া চেহারাতে ফুক দিবে এবং উক্ত পরিমাণ পড়িয়া জমিদার বা বিচারকের দরবারে যাইবে।

৬২। কাপড়, চুল কাটার ও ময়লা তোলার তদ্বীর

একখানা কাগজে চুল কাটা,কাপড় কাটা বা ময়লা তোলা লিখিবে, তৎপরে যাহার চুল কাটা,কাপড় বা ময়লা তোলা হইয়াছে, প্রথমে তাহার নাম লিখিবে, তৎপরে তাহার অন্যান্য ভাই ভগ্নিদিগের নাম পর পর লিখিবে তৎপরে তাহার নাম লিখিবে।

তৎপরে কয়েকটি কাঁঠালের পাতায় উক্ত নামগুলি লিখিবে, কিন্তু সর্ব্বোপরি পাতায় তাহার মাতার নাম, উহার নিম্নের কয়েকটি পাতায় তাহার ভাই ভগ্নিগণের ও সকলের নীচের পাতায় তাহার নাম লিখিবে।

তৎপরে নিম্নোলিখিতভাবে নিম্নোক্ত আয়াত তিনবার পড়িয়া কাগজে লিখিত বিষগুলি রেখা টানিয়া কাটিয়া দিবে। নিম্নে উহার নক্শা দেখুন—

'চুল কাটা, কাপড় কাটা, ময়লা তোলা।।

আব্দুল্লাহ (জাদু গ্রস্ত লোকের নাম) আবদুর রহিম (তাহার ভাইয়ের নাম) হবিবা (তাহার ভগ্নির নাম) রহিমা (তাহার মাতার নাম)।

আয়াতটি এই —

اَمْ اَبْرَمُوْا اَمْرًا فَاِنَّا مُبْرِمُوْنَ ☆

"আম আবরামু আমরান মুবরেমুন।"

"তৎপরে সংবাদবাহক কাঁঠালের পাতাগুলি লইয়া ছাগলকে খাওয়াইবে, কিন্তু ইহার পূর্ব্বে তামাক খাইবে না ও ঘরের চালের নীচে যাইবে না। এই তদ্‌বীরের জন্য পাঁচটি পয়সা ছাদকা দিবে।

৬৩। বাটী বন্ধ করার তদ্‌বীর

১। যে বাটীতে জ্বেনের যাতায়াত বা কোন প্রকার উপদ্রব বুঝিতে পারা যায়, তাহা বন্ধ করিবার জন্য চারিটী লৌহের পেরেক লইয়া উহার উপর ২৫ বার ছুরা এখলাছ ২৫ বার নিম্নোক্ত আয়াত পড়িয়া ফুক দিয়া উক্ত বাটীর চারিকোণে পুতিয়া দিবে, পেরেক পুতিবার সময় আজান দিতে হইবে।

اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا وَّ اَكِيْدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ☆

ইন্নাহুম ইয়াকিদুনা কায়দাঁও অ-আকিদো কায়দা, ফামাহ হেলেল কাফেরিনা আমহেলহোম রোওয়ায়দা।"

২। ছুরা ফাতেহা, আয়তুল কুরছি ও ছুরা জ্বেনের প্রথম পাঁচ আয়াত শাতাতা পর্য্যন্ত পড়িয়া পানিতে ফুক দিয়া উক্ত পানি বাটীর চারিদিকে ছিটাইয়া দিবে, খোদার ফজলে জ্বেন উক্ত বাটীতে আর আসিবে না।

৬৪। জ্বেন সংক্রান্ত তদ্‌বীরকারীর জরুরী আমল

১। তরিকতপন্থী হইলে দৈনিক জাব্বারি, কাহহারি জালালীর ফয়েজ দ্বারা নিজের শরীর বন্ধ, স্ত্রী পরিজনের শরীর ও বাটী বন্ধ করিতে থাকিবে নচেৎ জ্বেন কর্ত্তৃক আমলকারীরও তাহার পরিজনের বিশেষ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আর যদি আমলকারী তরিকতপন্থী না হয়, তবে সে ব্যক্তি ফজর ও মগরেবে ৩৩

আয়াত পড়িতে থাকিবে, তন্মধ্যে আয়তুল কুরছি ও চারিকোল তিন তিন বার পড়িয়া শরীরে ফুক দিবে। ১,২, ৩, ৪, নম্বর তদ্‌বীর করিতে থাকিবে। নিজের বাটীর চারিদিকে ৬৪ নম্বর তদ্‌বীর দ্বারা বন্ধ করিবে এবং দ্বিতীয় খণ্ডের ১৭/১৯/২৩ নম্বর তদ্‌বীর দ্বারা বাসগৃহ গুলি বন্ধ করিবে। পরিজনের প্রত্যেককে হেফাজাতের তাবিজ ব্যবহার করিতে দিবে।

৬৫। জ্বেন ভূতগ্রস্থ লোকের তৈল ও পানি পড়া

১। ফাতেহা, আয়তুল কুরছি, ছুরা ছাফ্যাতের প্রথম ১০ আয়াত ও ছুরা জ্বেনের প্রথম ৫ আয়াত তিন তিন বার।

لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِا للّٰهِ

লাহাওলা অ-লাকুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্ - ৪০ বার

☆ انهم يكيدون كيدا و اكيد كيدا فمهل الكفرين امهلهم رويدا

"ইন্নাহুম ইয়াকিদুনা কায়দাঁও অ-আকিদো কায়দা ফামাহ হেলেল কাফেরিনা আমহিলহুম রোওয়ায়দা।" ২৫ বার।

☆ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ

"অলাকাদ ফাতান্না ছোলায়মানা অ-আলকায়না আলা কুরু-ছিয়্যিহ জাছাদান ছোম্মা আনাব।" ৭ বার।

সরিষার তৈল পানিতে ফুক দিয়া কিছু তৈল রোগীর শরীরে মালিশ করিবে ও তাহার দুই কানে দিয়া অঙ্গুলি দিয়া সজোরে ধরিবে এবং পানি পান করাইবে। অন্ততঃ ৪০ দিবস বা তদধিক কাল এইরূপ করিতে থাকিলে জ্বেন শয়তান জ্বলিয়া যাইবে।

২। ১১ বার আয়তে -কোতব ও ৭ বার চেহেল কাফ পড়িয়া সরিষার তৈলে ফুক দিয়া কিছু বেশী দিবস ঐরূপ ব্যবহার করিলে জ্বেনের আছর দূরীভূত হইয়া যাইবে।

৩। তরিকতপন্থী ব্যক্তি উপরোক্ত দুইটি তদ্‌বীরের সহিত জাব্বারি, কাহ্‌হারীও জালালির ফয়েজের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ইয়া আল্লাহু, ইয়া কাহ্‌হারো , ইয়া জাব্বারো ৪০ বার পড়িয়া তৈল ও পানিতে ফুক দিবে।

৬৬। জ্বেন ভূত ধৃত করার তদ্‌বীর

উহা তাবিজের দ্বিতীয় খণ্ডে লেখা হইল, এস্থলে এতটুকু লেখা হইতেছে যে, ইহা অতি কঠিন কার্য্য, অতি সুদক্ষ আলেম ব্যক্তির নিকট হইতে শিক্ষা করিয়া অনুমতি লইয়া এই কার্য্য করিতে চেষ্টাবান হইবে, নচেৎ এরূপ তদ্‌বীরকারীর প্রাণ নষ্টের আশঙ্খা থাকে। আর যদি জাব্বারী, কাহ্‌হারী ও জালালীর ফয়েজ কুব মজবুত হইয়া থাকে, তবে জ্বেনের বাদশাহকে হাজির করা -এবং জ্বেনকে ধৃত করা অতি সহজ।

৬৭। সমস্ত পীড়ার জন্য তৈল, কালো জিরা ও পানি পড়া

সাতবার ছুরা ফাতেহা ও সাত সাতবার ২৭ নম্বরের ৬ দফার (ক) ও (খ) চিহ্নের উল্লেখিত দুইটি দরুদ পড়িয়া তৈল, পানি ও কালোজিরাতে ফুক দিয়া রোগীকে যত দিবস পীড়ার উপশম না হয় ব্যবহার করিতে দিবে।

৬৮। খতমে- খাজাগান

প্রত্যেক পীড়া ও আপদ বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়ার এবং প্রত্যেক মনোবাঞ্চা পূর্ণ হওয়ার জন্য ইহা শ্রেষ্ঠতম তদ্‌বীর।

(১) ছুরা ফাতেহা ৭ বার। (২) দরুদ শরীফ ১০০ বার। (৩) আলাম নাশরাহ্‌লাকা ছুরা ৭৯ বার (৪) ছুরা এখলাছ ১০০ বার (৫) ছুরা ফাতেহা ৭ বার। (৬) দরুদ শরীফ ১০০ বার। (৭) "ফাছাহ্‌হেল ইয়া ইলাহি কুল্লা ছা'বেন বেহুরমাতে ছাইয়েদেল আবরারে ছাহ্‌হেল বেফাদলেকা ইয়া আজিজো ১০০ বার।

فَسَهِّلْ يَا اِلٰهِىْ كُلَّ سَعْبٍ بِحُرْمَةِ سَيِّدِ الْاَبْرَارِ

سَهِّلْ بِفَضْلِكَ يَا عَزِيْزُ ☆

يَا قَاضِىَ الْحَاجَاتِ

(৮) 'ইয়া কাদেয়াল ض -হাজাত।"—১০০ বার।

يَا كَافِىَ الْمُهِمَّاتِ

(৯) 'ইয়া কাফিয়াল- মোহিম্মাত।" —১০০ বার।

يَا دَافِعَ الْبَلِيَّاتِ

(১০) 'ইয়াদ াফিয়াল-বালি ইয়য়াত"—১০০ বার।

يَا حَلَّالَ الْمُشْكِلَاتِ

(১১) 'ইয়া হাল্লালাল-মোশকেলাত"—১০০ বার।

يَا مُجِيْبَ الدَّعْوَاتِ

(১২) 'ইয়া মুজিবোদ্দা'ওয়াত।" —১০০ বার।

يَا رَافِعَ الدَّرَجَاتِ

(১৩) 'ইয়া রাফেয়া-দ্দারাজাত।"—১০০ বার।

يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ اَغِثْنِىْ

(১৪) 'ইয়া গেয়াছাল মোছতাগিছিনা আগেছনি।"—১০০ বার।

اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

(১৫) 'ইন্না লিল্লাহে অইন্নাএলায়হে রাজেউন।"—১০০ বার।

لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ

(১৬) "লা-ইলাহা-ইল্লা আন্তা ছুবহানাকা ইন্নি কুন্তোমিনাজ্জালেমীন।"— ১০০ বার।

(১৭) দরুদ শরীফ— ১০০ বার।

উপরোক্ত খতম শেষ করিয়া চিশ্‌তিয়া তরিকার পীরগণের রুহে ছওয়াব রেছানী করিয়া দুই হাত তুলিয়া খোদার নিকট মতলবের জন্য দোওয়া করিবে।

সমাপ্ত